“থাকব ভালো, রাখব ভালো দেশ
বৈধপথে প্রবাসী আয়-গড়ব বাংলাদেশ”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
www.probashi.gov.bd

বিষয়ঃ বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ০১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)’-শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১২তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন সিনিয়র সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	২৭/০৩/২০২৩ খ্রিঃ, বেলা ১১:০০ টা
সভার স্থান	:	ভার্চুয়াল প্ল্যাট ফর্ম।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-ক’তে সংযুক্ত।

২। উপস্থাপনাঃ

ভার্চুয়াল প্ল্যাট ফর্মে অংশগ্রহণকারীসহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে বিএমইটি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/২৩ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৪% এবং ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ১০৫০০৮.১৯ লক্ষ টাকা বা ৬৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিতে পুনর্বিন্যাসকৃত বরাদ্দ ২০৮৮৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত ১১৩৫৫.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা এডিপি বরাদ্দের ৫৪.৩৭%। অতঃপর প্রকল্প পরিচালককে গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য আহবান জানানো হয়।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি টিটিসি’র মধ্যে ৩টি টিটিসি’র নির্মাণ কাজ পিছিয়ে রয়েছে; এ ৩টি টিটিসি হচ্ছে রামু টিটিসি, কক্সবাজার ৬০%, বড়লেখা টিটিসি, মৌলভীবাজার ৫৫% ও হবিগঞ্জ সদর টিটিসি, হবিগঞ্জ ৪০%। বর্ণিত ৩টি টিটিসি’র এ অগ্রগতিতে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভায় অংশগ্রহণকারী গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, বর্ণিত ৩টি টিটিসিতে নিয়োজিত ঠিকাদারের কার্যক্রম মন্থর হওয়ায় পূর্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি তুলনামূলক কম হয়েছে। তবে এ সমস্যা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে পুরোদমে কাজ চলমান রয়েছে এবং হবিগঞ্জ ব্যতীত সকল টিটিসি’র পূর্ত কাজ জুন/২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক যৌথভাবে হবিগঞ্জ সদর টিটিসি’র ঠিকাদার ও স্থানীয় গণপূর্ত উপবিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক হবিগঞ্জ সদর টিটিসি’র পূর্ত নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন মর্মে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.২ সভাকে আরো অবহিত করা হয় যে, এ প্রকল্পের ভৌত কাজের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ফেব্রুয়ারি/২৩ পর্যন্ত ৭৪% হলেও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৬৩%। চলতি অর্থবছরের ১ম ৮ মাসে ১৩৯,২৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১৩,৫৫.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, আরো ৮টি টিটিসি’র আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রয়েছে। এগুলো সরবরাহের কাজ শেষ হলে বিল পরিশোধ করা হবে, এতে আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে। সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, এ প্রকল্পটি মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় প্রকল্প হওয়ায় এ প্রকল্পের অগ্রগতির উপর মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি ইতোমধ্যে জারি হয়েছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে চলতি আরএডিপিতে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। চলতি আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৩ প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র মেয়াদকাল জুন/২০২৩-এ শেষ হবে। এ প্রকল্পের অনুকূলে গত জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৯৩৬৫২.২৫ লক্ষ টাকা, এর সাথে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ২০০,০০.০০ লক্ষ টাকা যোগ করে মোট দাঁড়ায় ১১৩৬,৫২.২৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮৭৭৮.৪৩ লক্ষ টাকা হওয়ায় ৪৫১,২৬.১৮ (১৫৮৭৭৮.৪৩ - ১১৩৬৫২.২৫) লক্ষ টাকা বরাদ্দ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অসম্পন্ন কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন/২০২৪ পর্যন্ত এক বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সভায় এ প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় পূর্ত নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত অসম্পন্ন কাজের চেকলিস্ট তৈরি করে জুন/২০২৪-এর মধ্যে ৪০টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ১টি Gantt Chart প্রণয়নপূর্বক আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৪ প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে ১১টি টিটিসি বিএমইটি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সভাকে আরো জানানো হয় যে, ৪০টি টিটিসি'র মধ্যে ৩৩টি'র পূর্ত নির্মাণ কাজ ৯০% বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ে রয়েছে এবং সকল টিটিসিতে বিএমইটি হতে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) পদায়ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক টিটিসিসমূহ হস্তান্তরের বিলম্বের কারণ খতিয়ে দেখে আগামী এক মাসের তা সম্পন্ন করার জন্য সভায় বিএমইটি ও গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যে সকল টিটিসি ইতোমধ্যে উদ্বোধন (২৬টি) করা হয়েছে, সে সকল টিটিসিতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ন্যূনতম জনবল Short list করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪। সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনার শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক যৌথভাবে হবিগঞ্জ সদর টিটিসি'র ঠিকাদার ও স্থানীয় গণপূর্ত উপবিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক হবিগঞ্জ সদর টিটিসি'র পূর্ত নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক
৪.২	এ প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি ও প্রকল্প পরিচালক
৪.৩	এ প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় পূর্ত নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত অসম্পন্ন কাজের চেকলিস্ট তৈরি করে জুন/২০২৪-এর মধ্যে ৪০টি টিটিসিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ১টি Gantt Chart প্রণয়নপূর্বক আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি ও প্রকল্প পরিচালক
৪.৪	ক) এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টিটিসিসমূহ হস্তান্তরের বিলম্বের কারণ খতিয়ে দেখে আগামী এক মাসের তা সম্পন্ন করতে হবে। খ) যে সকল টিটিসি ইতোমধ্যে উদ্বোধন (২৬টি) করা হয়েছে, সে সকল টিটিসিতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। গ) এ প্রকল্পের আওতায় টিটিসিসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ন্যূনতম জনবল Short list করে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএমইটি, প্রকল্প পরিচালক, ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

৫। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ড.আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন)
সচিব